দুর্গাপুরে ১৪ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ পেলেন ১৩ কৃষক

দুর্গাপুর প্রতিনিধিঃ রাজশাহীর দুর্গাপুরের চুনিয়াপাড়া, গগনবাড়িয়া, সাকোয়া গ্রামের ১৩ কৃষক পেলেন ১৪ লাখ ২১ হাজার টাকা। তারা তাদের চাষকৃত ফুলকপি খেতে ব্লেসিং এগ্রোভেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নিউজিম কীটনাশক প্রয়োগে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই অর্থ পেলেন। ক্ষতিপূরণের অর্থ পেয়ে খুশি কৃষকরা।

এর আগে, ব্লেসিং এগ্রোভেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নিউজিম কীটনাশক ব্যবহারে ফসল ক্ষতিগ্রস্তের সংবাদ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কৃষকদের কান্নাকাটি অসহায়ত্বের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হয়। সর্বস্বান্ত হয়ে কৃষকেরা নিরুপায় হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবরিনা শারমিন বারবার ক্ষতিপূরণ চেয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এর ফলশ্রুতিতে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তৎপরতায় কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিঘা প্রতি ১ লাখ টাকা হারে ১৩ জন কৃষকের মাঝে ১৪ লাখ ২১ হাজার ৭০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় কোম্পানির কোছে থেকে।

জানা যায়, গত ১০ নভেম্বর (বুধবার) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসেন কোম্পানির প্রতিনিধিরা। সেই আলোচনার ভিত্তিতেই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়। যা, ১১ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) উপজেলা মিনি কনফারেন্স রুমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবরিনা শারমিন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাহানা পারভীন, উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মোঃ ফরিদ হোসাইন এবং ব্লেসিং গ্রুপের হেড অব বিজনেস মোঃ আল আমিন, ব্লেসিং গ্রুপের ডিজিএম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, ব্লেসিং গ্রুপের
আরএসএম মোঃ জহুরুল হক ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণের উপস্থিতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে কোম্পানির প্রতিনিধিরা আনুপাতিক হারে ভর্তুকি প্রদান করে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দেন। একই সাথে সারাদেশ থেকে এই প্রোডাক্ট উঠিয়ে নেন তারা।

উক্ত সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবরিনা শারমিন জানান, কৃষি